ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

# রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 136 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১৩৬ ● কলকাতা ● ০৬ জৈষ্ঠ, ১৪৩৩ ● বৃহস্পতিবার ● ২১ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

# ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হল', নবান্ন থেকে ঘোষণা শুভেন্দু

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

**হাওড়া:** অনুপ্রবেশ নিয়ে জিরো টলারেন্স নীতি রাজ্য সরকারের। পশ্চিমবঙ্গ ও বাংলাদেশের সীমান্তের ২৭ কিলোমিটার এলাকায় কাঁটাতার বসানোর কাজ শুরু করার জন্য জমি হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু করে দিল নতুন রাজ্য সরকার।বাংলাদেশের সঙ্গে পশ্চিমবঙ্গের সীমান্ত খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কিন্তু আগের সরকার কেন সেখানে কাঁটাতার দেয়নি, তারও একটা সম্ভাবনার কথা বললেন মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী। তাঁর কটাক্ষের মুখে পূর্বতন রাজ্য সরকার, "বাংলাদেশের সঙ্গে আমাদের রাজ্যের সীমান্ত ২ হাজার ২০০ কিলোমিটার। এর মধ্যে ১ হাজার ৬০০ কিলোমিটার কাঁটাতার রয়েছে। প্রায় ৬০০ কিলোমিটার কোনও কাঁটাতার নেই। এর মধ্যে ৫৫৫ কিলোমিটার এমন এলাকা রয়েছে যেখানে রাজ্য চাইলেই বিএসএফকে জমি দিতে পারত। কিন্তু বিগত রাজ্য সরকার রাজনৈতিক কারণে, ভোট ব্যাঙ্কের জন্য ও যে তোষণের জন্য হয়তো জমি দেয়নি।"অনুপ্রবেশকারীদের জন্য কী আইন রয়েছে?

এরপর ৫ পাতায়

পর্ব 295

## হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আপনি আমার থেকে যে ইচ্ছা করছেন, আমি যেন আপনার ইচ্ছা পূর্ণ করতে পারি, কেবল এই আশীর্বাদই দিন। ঐ সময় আমার গুরুদেবেরই কথা মনে পড়ছিল- "গুরু বলেন নিজের স্তরে। শিষ্য শোনে নিজের স্তরে। উভয়ের মধ্যে আদানপ্রদান হতে পারে না।" ঠিক এরকমই হচ্ছিল। তিনি নিজের স্তরে বলছিলেন, আমি বুঝছিলাম নিজের স্তরে। **ক্রমশঃ**

# পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই জ্বালানি সরবরাহ অব্যাহত

**কলকাতা, ২০.০৫.২০২৬**

তেল ও গ্যাস ক্ষেত্রকে প্রভাবিত করা বিদ্যমান আন্তর্জাতিক অনিশ্চয়তা সত্ত্বেও, রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি — ইন্ডিয়ানঅয়েল (IndianOil), বিপিসিএল (BPCL) এবং এইচপিসিএল (HPCL) — পশ্চিমবঙ্গ জুড়ে পেট্রোল (MS), ডিজেল (HSD) এবং লিকুইফাইড পেট্রোলিয়াম গ্যাস (LPG)-এর নিরবচ্ছিন্ন সরবরাহ বজায় রেখেছে বলে আজ ইন্ডিয়ান অয়েলের তরফে এক প্রেস বিবৃতিতে জানানো হয়েছে।

প্রেস বিবৃতিতে এও জানানো হয়েছে যে, টার্মিনাল, ডিপো, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট এবং খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র (Retail Outlets) সম্বলিত নিজস্ব বিস্তৃত সরবরাহ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জ্বালানির নির্বিঘ্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে তেল শিল্প সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে। সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রে জ্বালানি বিতরণের কাজ সুচারুভাবে চলছে এবং নির্ধারিত সুরক্ষা ও পরিচালন বিধি মেনে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে।

সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত স্টক উপলব্ধ রয়েছে এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের চাহিদা দক্ষতার সাথে মেটাতে ক্রমাগত স্টক পুনর্পূরণ (replenishment) করা হচ্ছে বলেও জানানো হয়েছে ঐ বিবৃতিতে। গার্হস্থ্য ভোক্তাদের জন্য এলপিজি সরবরাহও স্বাভাবিক রাখা হয়েছে এবং রাজ্য জুড়ে সিলিন্ডার বিতরণের কাজ মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে।

নাগরিকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি লজিস্টিকস, স্টক পোজিশনিং এবং বন্টন পরিকল্পনার বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে। সামগ্রিক সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে এবং তা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে।

নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা (panic buying) এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানানো হয়েছে। সাধারণ মানুষকে জ্বালানির প্রাপ্যতা সম্পর্কিত খাঁটি ও যাচাইকৃত তথ্যের জন্য কেবল তেল বিপণন সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা সরকারি বার্তার ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হয়েছে।

ইন্ডিয়ান অয়েল কর্তৃপক্ষের তরফে ঐ বিবৃতিতে এও জানানো হয়েছে যে, টার্মিনাল, ডিপো, এলপিজি বটলিং প্ল্যান্ট এবং খুচরো বিক্রয় কেন্দ্র (Retail Outlets) সম্বলিত নিজস্ব বিস্তৃত সরবরাহ নেটওয়ার্কের মাধ্যমে জ্বালানির নির্বিঘ্ন প্রাপ্যতা নিশ্চিত করতে তেল শিল্প সম্পূর্ণভাবে প্রস্তুত রয়েছে। সমস্ত বিক্রয় কেন্দ্রে জ্বালানি বিতরণের কাজ সুচারুভাবে চলছে এবং নির্ধারিত সুরক্ষা ও পরিচালন বিধি মেনে কোনো রকম নিষেধাজ্ঞা ছাড়াই সরবরাহ বজায় রাখা হচ্ছে।

সম্পূর্ণ সাপ্লাই চেইন বা সরবরাহ শৃঙ্খল জুড়ে পেট্রোলিয়াম পণ্যের পর্যাপ্ত স্টক উপলব্ধ রয়েছে এবং প্রকৃত উপভোক্তাদের চাহিদা দক্ষতার সাথে মেটাতে ক্রমাগত স্টক পুনর্পূরণ (replenishment) করা হচ্ছে। গার্হস্থ্য ভোক্তাদের জন্য এলপিজি সরবরাহও স্বাভাবিক রাখা হয়েছে এবং রাজ্য জুড়ে সিলিন্ডার বিতরণের কাজ মসৃণভাবে এগিয়ে চলেছে।

নাগরিকদের জন্য নিরবচ্ছিন্ন জ্বালানি প্রাপ্তি নিশ্চিত করতে রাষ্ট্রায়ত্ত তেল বিপণন সংস্থাগুলি লজিস্টিকস, স্টক পোজিশনিং এবং বন্টন পরিকল্পনার বিষয়ে ঘনিষ্ঠভাবে সমন্বয় রক্ষা করে চলেছে। সামগ্রিক সরবরাহ পরিস্থিতি স্থিতিশীল রয়েছে এবং তা ক্রমাগত পর্যবেক্ষণের মধ্যে রয়েছে।

নাগরিকদের অপ্রয়োজনীয় আতঙ্কিত হয়ে কেনাকাটা (panic buying) এড়িয়ে চলার অনুরোধ জানানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষকে জ্বালানির প্রাপ্যতা সম্পর্কিত খাঁটি ও যাচাইকৃত তথ্যের জন্য কেবল তেল বিপণন সংস্থাগুলি দ্বারা জারি করা সরকারি বার্তার ওপর নির্ভর করার পরামর্শ দেওয়া হচ্ছে।

# ভারত ও ইটালির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথভাবে একটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

প্রধানমন্ত্রী শ্রী নরেন্দ্র মোদী আজ একটি উত্তর সম্পাদকীয় সকলের সঙ্গে ভাগ করে নিয়েছেন। এই উত্তর সম্পাদকীয়টি তিনি ইটালির প্রধানমন্ত্রী শ্রীমতী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথভাবে লিখেছেন, যেখানে ভারত ও ইটালির মধ্যে দ্বিপাক্ষিক সম্পর্ক কিভাবে একটি নির্ণায়ক অবস্থানে পৌঁছেছে, সে সম্পর্কে

এরপর ৬ পাতায়

# রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ২০২৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিকদের

**নতুন দিল্লি, ২০ মে, ২০২৬**

বিভিন্ন কেন্দ্রীয় মন্ত্রক ও বিভাগে সহকারী সচিব হিসেবে কর্মরত, ২০২৪ ব্যাচের একদল আইএএস আধিকারিক, আজ রাষ্ট্রপতি ভবনে রাষ্ট্রপতি শ্রীমতী দ্রৌপদী মুর্মুর সঙ্গে সাক্ষাৎ করেন।

আইএএস আধিকারিকদের উদ্দেশে রাষ্ট্রপতি বলেন, সর্বভারতীয় সব পরিষেবা, বিশেষ করে আইএএস, আমাদের দেশের উন্নয়নে এক প্রধান ভূমিকা পালন করে আসছে। এখন দেশ উন্নয়নের উচ্চতর কক্ষপথে প্রবেশ করায় আধিকারিকদের কাছ থেকে প্রত্যাশাও অনেক বেশি।

রাষ্ট্রপতি বলেন, এই তরুণ আধিকারিকরা বিভিন্ন ক্ষেত্রে কাজ করার এক অনন্য সুযোগ পাবেন। অনেক সময়ে তাঁদের নির্দিষ্ট কিছু ক্ষেত্রে বিশেষজ্ঞ দলের নেতৃত্ব দিতে হবে। তাই তাঁদের শেখার গতি দ্রুত এবং পরিধি ব্যাপক হতে হবে। যে কোনো জায়গায়, যে কোনো পরিস্থিতির সঙ্গে মানিয়ে নেওয়ার অসাধারণ ক্ষমতা থাকতে হবে তাঁদের।

রাষ্ট্রপতি বলেন, আধিকারিকদের নিরপেক্ষতাই হবে তাঁদের সততার মাপকাঠি। তাঁদের সংবেদনশীলতাই হবে অন্তর্ভুক্তির প্রতি তাঁদের অঙ্গীকারের পরিমাপ। স্বচ্ছতা এবং ধারাবাহিক কর্মক্ষমতার উপর ভিত্তি করে তাঁদের বিশ্বাসযোগ্যতা গড়ে উঠবে। তাদের ব্যক্তিগত ও পেশাগত আচরণের মাধ্যমে প্রতিফলিত সততা, জনস্বার্থে দৃঢ়ভাবে কাজ করার জন্য তাঁদের নৈতিক সাহস জোগাবে। আধিকারিকদের অবশ্যই

এরপর ৩ পাতায়

(২ পাতার পর)

# রাষ্ট্রপতির সঙ্গে সাক্ষাৎ ২০২৪ ব্যাচের আইএএস আধিকারিকদের

সহানুভূতির সঙ্গে যুক্তির সমন্বয় ঘটাতে হবে। তাঁদের আবেগপ্রবণ না হয়ে সংবেদনশীল হতে হবে। তাঁদের নিয়মকানুন মেনে চলতে হবে, কিন্তু বৃহত্তর লক্ষ্য থেকে বিচ্যুত হলে চলবে না।

রাষ্ট্রপতি বলেন, নীতি ও সুশাসন একই মুদ্রার দুটি পিঠ। আধিকারিকদের সৎ ও নীতিবান হতে হবে। একই সঙ্গে, তাদের ফলাফলও প্রদান করতে হবে।

রাষ্ট্রপতি বলেন, সিদ্ধান্ত গ্রহণ থেকে বিরত থাকা নৈতিকতার পরিচায়ক নয়। বরং, জনস্বার্থ ও প্রতিষ্ঠিত ব্যবস্থার সাথে সঙ্গতি রেখে সঠিক সিদ্ধান্ত গ্রহণ করাই প্রকৃত নৈতিকতা। বিচার প্রদানে বিলম্বকে যেমন বিচার না পাওয়া বলে গণ্য করা হয়, তেমনি প্রশাসনিক সিদ্ধান্ত গ্রহণে বিলম্বও জনগণকে তাদের ন্যায্য অধিকার থেকে বঞ্চিত করার সমতুল্য।

রাষ্ট্রপতি বলেন, গণতন্ত্রের উদ্দেশ্য হলো জনগণের আকাঙ্ক্ষা পূরণ করা। এই আকাঙ্ক্ষাগুলি তাঁদের নির্বাচিত প্রতিনিধিদের মাধ্যমে প্রকাশিত হয়। জনস্বার্থে এই প্রতিনিধিদের উত্থাপিত বিষয়গুলিকে অগ্রাধিকার দেওয়া আধিকারিকদের কর্তব্য।

রাষ্ট্রপতি বলেন, কেবল স্রোতের সঙ্গে ভেসে যাওয়ার জন্য কোনো প্রচেষ্টার প্রয়োজন হয় না। কিন্তু 'বিকশিত ভারত'-এর লক্ষ্য অর্জন করতে এবং আমাদের সমাজকে প্রগতির শিখরে নিয়ে যেতে হলে, আধিকারিকদের প্রায়শই স্রোতের বিপরীতে সংগ্রাম করে এগিয়ে যেতে হবে। তাঁরা মাঠে কাজ করুন বা অফিসে, ভারতের মানুষকে, বিশেষ করে সমাজের প্রান্তিক জনগোষ্ঠীকে, তাঁদের চিন্তা ও কর্মের কেন্দ্রবিন্দুতে রাখতে হবে। এই আধিকারিকরা এক উন্নত ও অন্তর্ভুক্তিমূলক ভারত গঠনে অমূল্য অবদান রাখবেন বলে রাষ্ট্রপতি দৃঢ় প্রত্যয় ব্যক্ত করেন।

# ফালাকাটার ভবিষ্যৎ উন্নয়নের পথে বড় পদক্ষেপ,বৈঠকে আশাবাদী প্রশাসন

**হরেকৃষ্ণ মন্ডল,ফালাকাটা**

এলাকার সার্বিক উন্নয়নকে আরও গতিশীল করতে প্রশাসনের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো এক গুরুত্বপূর্ণ প্রশাসনিক বৈঠক। মঙ্গলবার দুপুরে ফালাকাটা বিডিও অফিসে আয়োজিত এই বৈঠকে উপস্থিত ছিলেন এলাকার বিধায়ক দীপক বর্মন, বিডিও আদৃতা সমাদ্দার, প্রশাসনিক আধিকারিক ও বিভিন্ন সরকারি দপ্তরের প্রতিনিধিরা। বৈঠকের শুরুতেই বিধায়ক দীপক বর্মনকে বিডিও আদৃতা সমাদ্দার উত্তরীয় ও ফুলের তোড়া দিয়ে উষ্ণ অভ্যর্থনা জানান। এলাকার সামগ্রিক উন্নয়ন, জনপরিষেবার মানোন্নয়ন এবং নির্বাচনের আগে সাধারণ মানুষের কাছে দেওয়া প্রতিশ্রুতিগুলি ধাপে ধাপে বাস্তবায়নের বিষয়েই বৈঠকে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়। পাশাপাশি সাধারণ মানুষের দৈনন্দিন সমস্যার দ্রুত সমাধানে প্রশাসনিক তৎপরতা আরও বাড়ানোর ওপরও জোর দেওয়া হয়েছে। বৈঠকে রাস্তা সংস্কার, বিশুদ্ধ পানীয় জলের ব্যবস্থা, স্বাস্থ্য পরিষেবা, শিক্ষা ও নাগরিক পরিকাঠামোর উন্নয়ন নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়। বিভিন্ন সরকারি প্রকল্পের কাজ দ্রুত সম্পন্ন করার নির্দেশও দেওয়া হয়েছে সংশ্লিষ্ট দপ্তরগুলিকে। বিধায়ক জানান, ফালাকাটার উন্নয়নকে আরও এগিয়ে নিতে প্রশাসন ও জনপ্রতিনিধিদের সমন্বিত উদ্যোগ অত্যন্ত জরুরি। প্রশাসনের পক্ষ থেকেও আশ্বাস দেওয়া হয়েছে, সাধারণ মানুষের সুবিধার্থে উন্নয়নমূলক কাজের গতি আরও বৃদ্ধি করা হবে এবং দীর্ঘদিনের বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করা হবে। এই প্রশাসনিক বৈঠককে ঘিরে স্থানীয় মহলে ইতিবাচক সাড়া পড়েছে এবং উন্নয়নের ধারাবাহিকতা বজায় থাকবে বলেই আশাবাদী সাধারণ মানুষ।

# স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিগ্রহে জড়িত বিজেপির চার নেতা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

পুরুলিয়ার স্বাস্থ্যকেন্দ্রে স্বাস্থ্য আধিকারিকের উপর হামলায় জড়িত দলের চার নেতার বিরুদ্ধে পদক্ষেপ করল রাজ্য বিজেপি। ঘটনাকে 'লজ্জাজনক' আখ্যা দিয়ে দলবিরোধী কার্যকলাপের কারণ দর্শানোর নির্দেশ দেওয়া হয়েছে অভিযুক্তদের। আপাতত দলীয় কাজ থেকে বিরত থাকতে বলা হয়েছে চার বিজেপি নেতাকেই।নেতাদের শো কজ় নিয়ে বিজেপির পুরুলিয়া জেলা সভাপতি শঙ্কর মাহাতো বলেন, ''রাজ্য নেতৃত্ব সিদ্ধান্ত নিয়েছেন। এই বিষয়ে আমি মন্তব্য করব না। এটা সম্পূর্ণ দলীয় বিষয়।'' অন্য দিকে, যে চার নেতাকে সাত দিনের মধ্যে কারণ দর্শানোর নোটিস দেওয়া হয়েছে, তাঁদের কেউ ওই বিষয়ে কোনও মন্তব্য করতে রাজি হননি। তবে রাকেশ জানিয়েছেন, স্বাস্থ্যকেন্দ্রের বেহাল দশার কারণে সেখানকার স্বাস্থ্য আধিকারিকের সঙ্গে কথা বলতে গিয়েছিলেন তিনি। উত্তপ্ত বাক্য বিনিময় হয়েছিল। কিন্তু হেনস্থার ঘটনা ঘটেনি। দল বিষয়টি লিখিত আকারে জানতে চেয়েছে। তিনি জবাব দেবেন।গত ১২ মে পুরুলিয়ার বাঘমুন্ডি ব্লকের পাথরডি স্বাস্থ্যকেন্দ্রের ব্লক স্বাস্থ্য আধিকারিক (বিএমওএইচ)-কে হেনস্থার অভিযোগ ওঠে বিজেপি নেতাদের বিরুদ্ধে। এ নিয়ে রাজনৈতিক শোরগোল হয়।

এরপর ৬ পাতায়

# সম্পাদকীয়

## পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট, প্রধান থেকে BDO- ধরা পড়লেই এবার

পঞ্চায়েতে তৃণমূলের দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে স্পেশাল অডিট করানো হবে। দুর্নীতির প্রমাণ মিললে, আধিকারিকদেরও রেয়াত করা হবে না। কড়া বার্তা দিলেন পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ । প্রতিক্রিয়া এসেছে তৃণমূল শিবির থেকেও। পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে।পঞ্চায়েত মন্ত্রী দিলীপ ঘোষ বলেন, 'কাউন্সিলর, পঞ্চায়েত প্রধান, জেলা পরিষদ সমিতির মেম্বার, এরা সমস্ত দুর্নীতি এবং অত্যাচারের এক একটা প্রতিমূর্তি। সবার বিরুদ্ধে ব্যবস্থা হবে। আমরাও পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট করাব, সব পঞ্চায়েতগুলোতে স্যাম্পল সার্ভে করে। সেখানে যে দোষী পাওয়া যাবে, সে পঞ্চায়েত প্রধান, মেম্বার থেকে আরম্ভ করে, অফিসার থেকে BDO পর্যন্ত, সব জায়গায় হাত পৌঁছবে।'

পঞ্চায়েতে দুর্নীতির ঘুঘুর বাসা, এরাজ্যে নতুন কিছু নয়। সরকার পাল্টেছে। এবার কি পরিস্থিতি পাল্টাবে?দুর্নীতিতে জিরো টলারেন্স - প্রতিশ্রুতিমতো, এই নীতিতে জোর দিয়েই সংস্কারের রথ ছোটাচ্ছে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপির প্রথম সরকার। দুর্নীতির পাশাপাশি সিন্ডিকেট, কাটমানি থেকে তোলাবাজি- তৃণমূলের ১৫ বছরের শাসনকালে এই ধরনের ভুরি ভুরি অভিযোগ উঠেছে। সেই সব অভিযোগ এবং মহিলাদের ওপর অত্যাচারের ঘটনা খতিয়ে দেখতে সদ্য জোড়া কমিশন গঠন করে দিয়েছেন খোদ মুখ্যমন্ত্রী।

এই আবহে এবার পঞ্চায়েত মন্ত্রীর মুখেও শোনা গেল দুর্নীতির বিরুদ্ধে অল আউট অভিযানের কথা। প্রাকৃতিক দুর্যোগে দুর্গতদের জন্য বরাদ্দ ত্রাণসামগ্রী বণ্টনে দুর্নীতি, আবাস যোজনা প্রকল্পে ঘর বিলিতে কাটমানি, জব কার্ড বিলিতে কাটমানি, ১০০ দিনের কাজের প্রকল্পে কাজ না করিয়েই ভুয়ো বিল বানিয়ে কোটি কোটি টাকা লোপাট, ভাঙন রোধে কেন্দ্রীয় বরাদ্দের টাকা আত্মসাৎ, 'পাড়ায় সমাধান' প্রকল্পে কাজের বরাতের বিনিময়ে কাটমানি, তৃণমূল পরিচালিত বহু গ্রাম পঞ্চায়েতে এমন একাধিক অভিযোগ রয়েছে।

অভালে পঞ্চায়েত প্রধান গ্রেফতার। সাধারণ গরিব মানুষের হকের অধিকার ছিনিয়ে, সরকারি প্রকল্পের বিপুল টাকা আত্মসাতের অভিযোগে গ্রেফতারও হচ্ছেন অনেকে। দুর্নীতিগ্রস্তদের চিহ্নিত করতে পঞ্চায়েতে স্পেশাল অডিট করানো হবে বলে জানিয়েছেন পঞ্চায়েতমন্ত্রী। দুর্নীতির প্রমাণ মিললে, আধিকারিকদেরও রেয়াত করা হবে না বলে জানিয়েছেন তিনি।

# জঙ্গলের দেবী মা মনসা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একাদশ পর্ব)

সেই মন নরক গমনের হেতু । এই মন হল শত্রু মন । কশ্যপ মুনি মানব কল্যাণের জন্য ঔষধ আবিস্কারের কথা ভেবেছিলেন- তাই তাঁর মন থেকে দেবীর সৃষ্টি হল । তাই শাস্ত্রের এই শিক্ষা যে, আমাদের সর্বদা কল্যাণকর , হিতকর, ভগবানের কথা- ।মুনি ঋষি থেকে মানুষ যখন নিরাশাই হয়ে পড়ে তখন তার আরধ্য রূপে দেবতার প্রচলন ঘটে ।তাই আদিমকাল হইতে আদিবাসীরা তাদের সারনা ধর্মের আমরা বিভক্ত করেছি, সারনা শব্দের অর্থ হচ্ছে প্রকৃতি। সেই কারণে আজও প্রকৃতির রূপে দিয়ে

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

# মেঘালয়ের উমরোই'য়ে বহুপাক্ষিক সামরিক মহড়া প্রগতি ২০২৬ - এর সূচনা

**নয়াদিল্লি, ২০ মে, ২০২৬**

মেঘালয়ের উমরোই সামরিক ঘাঁটিতে বহুপাক্ষিক সামরিক মহড়া প্রগতি ২০২৬ শুরু হ'ল আজ। ভূটান, কম্বোডিয়া, ইন্দোনেশিয়া, লাওস, মালয়েশিয়া, মালদ্বীপ, মায়ানমার, নেপাল, ফিলিপিন্স, সেশেলস, শ্রীলঙ্কা এবং ভিয়েতনামের মতো ১২টি বন্ধু রাষ্ট্র এই সামরিক মহড়ায় যোগ দেয়।

বন্ধু রাষ্ট্রগুলির মধ্যে সমতা, পারস্পরিক সম্মানের মনোভাব বজায় রেখে ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলে সামরিক বাহিনীর প্রসার ও রূপান্তরের লক্ষ্যে অভিজ্ঞতা বিনিময়ের স্বার্থে প্রগতির আয়োজন। বন্ধু দেশগুলির সামরিক বাহিনীর জন্য তা একটি সাধারণ মঞ্চ হিসেবে প্রতিফলিত। পেশাগত অভিজ্ঞতা বিনিময় এবং একে-অপরের অভিজ্ঞতা থেকে সমৃদ্ধ হয়ে সামরিক ঐক্য গড়ে তোলাই এর উদ্দেশ্য।

উদ্বোধনী অনুষ্ঠানে উচ্চপদস্থ সামরিক আধিকারিক ও অন্য অভ্যাগতরা উপস্থিত ছিলেন। ভারতীয় সেনার পদাতিক বাহিনীর অতিরিক্ত মহানির্দেশক মেজর জেনারেল সুনীল শিওরান সমসাময়িক সামরিক চ্যালেঞ্জের উপর গুরুত্ব আরোপ করেন। একে-অন্যের অভিজ্ঞতা থেকে শিক্ষা নিতে গেলে সদিচ্ছা ও পারস্পরিক সম্মানের মনোভাব বজায় রাখা উচিৎ বলে জানান তিনি।

এই মহড়ার উদ্দেশ্য হ'ল – অংশগ্রহণকারী দেশগুলির মধ্যে নিরবচ্ছিন্ন সমন্বয় বজায় রাখা। সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলিকে

এরপর ৬ পাতায়

## ন্যায় কর্মফলদাতা শনিদেব

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

সেই কারনে অধিকাংশ মানুষের ধারণা শনিদেব দুঃখদায়ী, সম্পত্তি ও বিত্তনাশক, পীড়াদায়ক, ক্রূর, অশান্তি ও অমঙ্গলকারী গ্রহ। কিন্তু বাস্তবে তা নয়, স্বভাবে শনিদেব গম্ভীর, কঠোর তপস্বী, কূটনীতিজ্ঞ, অত্যন্ত নিষ্ঠা ও ন্যায়প্রিয়, দয়ালু, কৃপালু ও অতি শীঘ্র প্রসন্ন হওয়া দেবতা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

# তৃণমূলের কাকলিকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিল শাহের মন্ত্রক

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

তৃণমূল সাংসদ কাকলি ঘোষ দস্তিদারকে কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা দিল অমিত শাহের মন্ত্রক। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক থেকে কাকলিকে 'ওয়াই' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা দেওয়া হয়েছে বলে খবর। সংবাদসংস্থা এএনআই সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে উদ্ধৃত করে এই তথ্য জানিয়েছে। কিছু দিন আগেই লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলে পদ হারিয়েছিলেন কাকলি। মুখ্যসচেতক পদ থেকে তাঁকে সরিয়ে সেখানে কল্যাণ বন্দ্যোপাধ্যায়কে ফিরিয়ে আনা হয়েছিল। এর পরের দিনই সমাজমাধ্যমে হতাশা প্রকাশ করেছিলেন বারাসতের সাংসদ। এ বার তিনি কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা পেলেন।লোকসভায় তৃণমূলের সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক পদে কল্যাণই ছিলেন। গত অগস্টে আচমকা তিনি এই পদ থেকে ইস্তফা দেন। সেই সময় কাকলিকে মুখ্যসচেতক করেছিলেন মমতা। কাকলি নিজে দীর্ঘ দিন লোকসভায় তৃণমূলের উপদলনেতা পদে ছিলেন। মুখ্যসচেতক হওয়ায় সেই পদে বসানো হয় শতাব্দী রায়কে। কল্যাণকে আবার পুরনো পদে ফেরানোয় কাকলির কাছে আর কোনও পদ ছিল ন। সেই কারণেই তিনি ক্ষোভ এবং হতাশা উগরে দিয়েছেন বলে অনেকে মনে করেছিলেন। কিন্তু এই ঘটনাপরম্পরায় কাকলির কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা আলাদা মাত্রা যোগ করেছে। তৃণমূলের অন্দরেই তৈরি হয়েছে জল্পনা। কাকলি নিজে বা বিজেপির কেউ এ বিষয়ে এখনও প্রকাশ্যে মুখ খোলেননি। তবে একান্ত আলোচনায় অনেকে বলছেন, সমাজমাধ্যমে মুখ খোলা এবং হতাশা প্রকাশের 'পুরস্কার' পেলেন কাকলি।সূত্রের খবর, কাকলির নিরাপত্তা পরিস্থিতি যাচাই করে দেখেছিলেন গোয়েন্দারা। ইন্টেলিজেন্স ব্যুরোর মূল্যায়নের রিপোর্ট জমা পড়েছিল শাহের মন্ত্রকের কাছে। তার পরেই কাকলির নিরাপত্তার বন্দোবস্ত করার সিদ্ধান্ত নেয় কেন্দ্র। সিআইএসএফ আধিকারিকেরা কাকলির নিরাপত্তায় নিযুক্ত রয়েছেন। 'ওয়াই' ক্যাটেগরির নিরাপত্তা প্রাপ্ত ব্যক্তির সঙ্গে সাধারণত সর্বক্ষণ কেন্দ্রের সশস্ত্র জওয়ানেরা থাকেন। ১৯ মে থেকেই এই কেন্দ্রীয় নিরাপত্তা কার্যকর হয়েছে।

গত বৃহস্পতিবার তৃণমূলের সাংসদদের নিয়ে কালীঘাটের বাড়িতে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী তথা তৃণমূলনেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় একটি বৈঠক করেছিলেন। সেখানেই লোকসভার সংসদীয় দলের মুখ্যসচেতক পদ থেকে কাকলিকে সরিয়ে কল্যাণকে নিয়োগের কথা জানিয়েছিলেন মমতা। শুক্রবার এ বিষয়ে সমাজমাধ্যমে মুখ খোলেন কাকলি। লেখেন, ''৭৬ থেকে পরিচয়, ৮৪-তে পথ চলা শুরু। চার দশকের আনুগত্যের জন্য আজ পুরস্কৃত হলাম।'' উল্লেখ্য, ১৯৭৬ সালে মমতা যখন ছাত্র পরিষদের নেত্রী, তখন একইসঙ্গে কংগ্রেসের ছাত্র সংগঠনে যুক্ত ছিলেন কাকলিও। তিনি কলকাতা মেডিক্যাল কলেজে ছাত্র রাজনীতি করতেন, মমতা ছিলেন যোগমায়া দেবী কলেজে। সেই সময়েই কাকলির সঙ্গে মমতার পরিচয় হয়েছিল। এর পর ১৯৮৪ সালে মমতা যাদবপুর থেকে প্রথম ভোটে লড়েন এবং সিপিএম নেতা সোমনাথ চট্টোপাধ্যায়কে পরাস্ত করেন। দীর্ঘ দিন ধরে রাজনীতির পথে মমতার সঙ্গে রয়েছেন কাকলি। পোস্টে সেই ইঙ্গিতই দিয়েছিলেন বারাসতের সাংসদ। তিনি যে হতাশ, তা এই দু'লাইন থেকেই স্পষ্ট হয়ে গিয়েছিল।

(১ম পাতার পর)

# ডিপোর্ট, এই আইন আজ থেকে কার্যকর হল', নবান্ন থেকে ঘোষণা শুভেন্দু

মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বলছেন, "ভারত সরকারের পক্ষ থেকে ১৪-০৫-২০২৫ সালে যারা অবৈধ বাংলাদেশি অনুপ্রবেশকারী তদের সরাসরি বিএসএফের হাতে হস্তান্তরের জন্য একটি নির্দেশিকা এবং তার সঙ্গে একটি অবৈধ অনুপ্রবেশকারীদের হস্তান্তরের আইন ভারত সরকারের পক্ষে প্রতাপ সিং রাওয়াত পাঠিয়েছিলেন।শুভেন্দু অধিকারীর তোপের মুখে আগের সরকার। মুখ্যমন্ত্রী বলছেন, "পশ্চিমবঙ্গের আগের সরকার, একদিকে শরণার্থীদের C A A দেওয়ার পক্ষে বিরোধিতা করেছে। অন্যদিকে, এই গুরুত্বপূর্ণ সুযোগ বা ভারত সরকারের আইনকে কাজে লাগানো হয়নি। আজ থেকে আমরা এই আইন কার্যকর করলাম। এর ফলে CAA-এর অন্তর্ভুক্ত যাঁরা, অর্থাৎ CAA-তে বলা ৭ টা ধর্মের মানুষ নাগরিকত্ব(সংশোধনী) আইনের আওতায় আসবে। এবং ২০২৪ সালের ৩১ ডিসেম্বর পর্যন্ত এসেছেন, তাঁদের পুলিশ কোথাও হ্যারাস বা ডিটেন করতে পারবেন না।"

অনুপ্রবেশকারীদের সঙ্গে তাহলে কী হবে? মুখ্যমন্ত্রী শুভেন্দু অধিকারী বললেন, "CAA -এর আওতায় যাঁরা নেই, তাঁরা হলেন অবৈধ অনুপ্রবেশকারী। তাদেরকে সরাসরি রাজ্য পুলিশ গ্রেফতার করবে, আটক করবে ও হস্তান্তর করবে বিএসএফের হাতে। বিএসএফ কথা বলবে বিডিআরের সঙ্গে কথা বলে তাদের ডিপোর্ট করার ব্যবস্থা করবে। অর্থাৎ, ডিটেক্ট-ডিলিট আর এবার ডিপোর্ট। এই আইন আজ থেকে কার্যকর হল।"

# ভারত-নেদারল্যান্ডস কৌশলগত অংশীদারিত্বের রূপরেখা [২০২৬-২০৩০]

**(চতুর্থ পর্ব)**

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

মাধ্যমে বৈশ্বিক জনস্বাস্থ্য ঝুঁকি মোকাবেলা করা, যেখানে অগ্রাধিকারমূলক ক্ষেত্র যেমন - সীমান্তবর্তী সংক্রামক রোগ ও অ্যান্টি-মাইক্রোবিয়াল রেজিস্ট্যান্স (এএমআর), অসংক্রামক রোগ (এনসিডি), ডিজিটাল স্বাস্থ্য (এআই এবং সাইবার নিরাপত্তা সহ), জলবায়ু পরিবর্তন ও স্বাস্থ্যের মধ্যে আন্তঃসম্পর্ক এবং সক্ষমতা বৃদ্ধির উপর বিশেষ মনোযোগ দেওয়া হবে। ডাচ ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট ফর পাবলিক হেলথ অ্যান্ড দ্য এনভায়রনমেন্ট (আরআইভিএম) এবং ইন্ডিয়ান কাউন্সিল অফ মেডিকেল রিসার্চ (আইসিএমআর)-এর মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত লেটার অফ ইন্টেন্ট-এর মাধ্যমে এই সহযোগিতা আরও জোরদার হবে। প্রধান ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে সংক্রামক রোগ, বাহকবাহিত রোগ, ওয়ান হেলথ এবং রোগ নজরদারি।

ঝ. জুন ২০২৫-এ স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকের সঙ্গে সঙ্গতি রেখে এবং উক্ত সমঝোতা স্মারকের অধীনে গঠিত যৌথ কার্যনির্বাহী দলের নিয়মিত বৈঠকের মাধ্যমে - ঔষধ ও চিকিৎসা সরঞ্জাম খাতে দ্বিপাক্ষিক সহযোগিতা বৃদ্ধি করা হবে; যার লক্ষ্য হলো একটি স্থিতিস্থাপক বৈশ্বিক সরবরাহ ব্যবস্থাকে সহায়তা প্রদান এবং গবেষণা ও উদ্ভাবনকে শক্তিশালী করা। এই সহযোগিতার ক্ষেত্রগুলোর মধ্যে রয়েছে - অন্যান্য বিষয়ের পাশাপাশি - একাডেমিক সহযোগিতা, নিয়ন্ত্রণমূলক সহযোগিতা, ব্যবসায়িক প্রতিষ্ঠানগুলোর পারস্পরিক সম্পৃক্ততা এবং বাজারে প্রবেশের সুযোগ বিষয়ক জ্ঞান বিনিময়।

ঞ. নেদারল্যান্ডস খাদ্য ও ভোক্তা পণ্য নিরাপত্তা কর্তৃপক্ষ (এনভিডাব্লুএ) এবং ভারতের খাদ্য নিরাপত্তা ও মান কর্তৃপক্ষ (এফএসএসএআই)-এর মধ্যে সম্প্রতি স্বাক্ষরিত সমঝোতা স্মারকে বর্ণিত রূপরেখা অনুযায়ী - খাদ্য নিরাপত্তা বিষয়ক কর্তৃপক্ষের পারস্পরিক মতবিনিময়ের মাধ্যমে জ্ঞান বিনিময় করা হবে। এই বিনিময়ের মূল বিষয়বস্তু হবে আন্তর্জাতিক মানদণ্ড, বিজ্ঞপ্তি ও সহযোগিতার কার্যপদ্ধতি এবং ইলেকট্রনিক (সনদপত্র প্রদান) ব্যবস্থার ব্যবহার।

৪. উদীয়মান প্রযুক্তি, উদ্ভাবন, বিজ্ঞান ও শিক্ষা

ক. ভারত ও নেদারল্যান্ডসের জাতীয় গবেষণা অগ্রাধিকারসমূহ বিবেচনায় রেখে, বিজ্ঞান, প্রযুক্তি ও উদ্ভাবন সহযোগিতার জন্য বিদ্যমান যৌথ কার্যনির্বাহী গোষ্ঠীর মাধ্যমে সরকার, শিক্ষাঙ্গন এবং শিল্পখাতকে সম্পৃক্ত করে সেমিকন্ডাক্টর, এআই, সাইবারসিকিউরিটি, শক্তি উপকরণ এবং বায়োমলিকুলার ও

**ক্রমশঃ**

(৩ পাতার পর)

## ভারত ও ইটালির মধ্যে সম্পর্কের বিষয়ে ইটালির প্রধানমন্ত্রী জর্জিয়া মেলোনির সঙ্গে যৌথভাবে একটি উত্তর সম্পাদকীয় লিখেছেন প্রধানমন্ত্রী

বিস্তারিতভাবে লেখা হয়েছে।

প্রধানমন্ত্রী বলেন, দুটি দেশের মধ্যে এই সম্পর্ক বর্তমানে বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্বে উন্নীত হয়েছে। উদ্ভাবন, অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার উপর ভিত্তি করে এটি গড়ে উঠেছে।

সামাজিক মাধ্যম এক্স-এ এক বার্তায় প্রধানমন্ত্রী লিখেছেন:

"ভারত-ইটালির মধ্যে সম্পর্ক কিভাবে এক নির্ণায়ক স্তরে পৌঁছেছে, সেবিষয়ে একটি উত্তর সম্পাদকীয় প্রধানমন্ত্রী মেলোনির সঙ্গে লিখেছি। উদ্ভাবন, অভিন্ন গণতান্ত্রিক মূল্যবোধ ও ভবিষ্যৎ সম্পর্কে ভাবনা-চিন্তার উপর ভিত্তি করে আমাদের এই বিশেষ কৌশলগত অংশীদারিত্ব গড়ে উঠেছে।"

(৩ পাতার পর)

## স্বাস্থ্য আধিকারিককে নিগ্রহে জড়িত বিজেপির চার নেতা

অভিযোগ, বাঘমুন্ডির প্রসূতিদের ভিন্‌রাজ্যের হাসপাতালে কেন স্থানান্তরের পরামর্শ বা নির্দেশ দেওয়া হচ্ছে, এই প্রশ্ন তুলে পাথরডির স্বাস্থ্য আধিকারিককে হেনস্থা করেন তাঁরা।

বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পর এই ঘটনাকে অত্যন্ত গুরুত্ব দিয়ে দেখছেন বিজেপির রাজ্য নেতৃত্ব। শেষমেশ অভিযুক্ত দলীয় নেতাদের শো কজ় করারর সিদ্ধান্ত নিয়েছে পদ্মশিবির। শো কজ় চিঠি পেয়েছেন রাকেশ মাহাতো। তিনি পুরুলিয়া জেলা পরিষদের সদস্য তথা বাঘমুন্ডি ব্লকের বিজেপির আহ্বায়ক। শো কজ় করা হয়েছে বাঘমুন্ডি ব্লকের সহ-আহ্বায়ক বিজয়মোহন সিংহ, মণ্ডল-৪-এর সভাপতি অরুণচন্দ্র মাঝি এবং যুব মোর্চার সভাপতি মিঠুন কুমার। তাঁদের উদ্দেশে লেখা চিঠিতে শীর্ষ নেতৃত্বের বার্তা, আসন্ন বিধানসভা নির্বাচনের ফলপ্রকাশের পরবর্তী সময়ে স্বাস্থ্য আধিকারিককে ভীতি প্রদর্শন, অকথ্য ভাষায় হুমকি, শারীরিক ভাবে হেনস্থা এবং সরকারি কাজে বাধা দেওয়ার মতো অভিযোগ উঠেছে। যা দলবিরোধী কাজের শামিল। বিজেপির শৃঙ্খলারক্ষা কমিটির সুপারিশে এবং রাজ্য সভাপতি তথা রাজ্যসভার সাংসদ শমীক ভট্টাচার্যের নির্দেশে দলবিরোধী কাজের জন্য আপাতত দলের কাজ করতে পারবেন না। সাত দিনের মধ্যে তাঁদের ওই কর্মকাণ্ডের কার্যকারণ ব্যাখ্যা করতে হবে।

(4 পাতার পর)

## মেঘালয়ের উমরোই'য়ে বহুপাক্ষিক সামরিক মহড়া প্রগতি ২০২৬ - এর সূচনা

চিহ্নিত করে যৌথ মহড়া ও প্রশিক্ষণের আয়োজন। এছাড়া, বহুপাক্ষিক বাতাবরণে পরিচালন এবং তথ্য বিনিময়ের উপর গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে। দুই সপ্তাহের এই মহড়ায় আধা-পার্বত্য এলাকা ও জঙ্গলে সন্ত্রাস বিরোধী অভিযানে মহড়া দেওয়া হবে। এই প্রশিক্ষণ কর্মসূচিতে বিভিন্ন চ্যালেঞ্জ মোকাবিলায় শারীরিক সক্ষমতার প্রসার , প্রতিকূল পরিস্থিতি মোকাবিলার কৃৎকৌশলের প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে। এই মহড়ায় ভারতীয় প্রযুক্তি ও প্রতিরক্ষা সংস্থাগুলি আত্মনির্ভর ভারত উদ্যোগের অধীন তাঁদের তৈরি সামরিক সাজ-সরঞ্জামকে তুলে ধরেছে। এতে প্রতিরক্ষা সামগ্রীর উৎপাদন, উদ্ভাবন এবং প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রে স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ভারতের অগ্রগতির নজিরকে তুলে ধরা হয়েছে।

# সিনেমার খবর

## ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজিতে নতুন চমক, প্রযোজকের বক্তব্যে বাড়ছে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

‘ধুরন্ধর থ্রি’ নিয়ে নতুন করে জল্পনা তৈরি হয়েছে। ফ্র্যাঞ্চাইজিটির সহ-প্রযোজক জ্যোতি দেশপান্ডের বক্তব্যে ইঙ্গিত মিলেছে, জনপ্রিয় এই সিরিজে এখনই শেষ টানা হচ্ছে না, বরং সামনে আসতে পারে নতুন চমক।

২০২৫-২৬ সালের আলোচিত সিনেমা ‘ধুরন্ধর’ ফ্র্যাঞ্চাইজি বক্স অফিসে সাফল্যের পর দর্শকদের আগ্রহ এখনো তুঙ্গে। রণবীর সিংয়ের ‘হামজা’ চরিত্রটি নিয়ে যখন আলোচনা চলছে, ঠিক তখনই পরবর্তী কিস্তি নিয়ে নতুন বার্তা দিলেন প্রযোজক পক্ষ।

জ্যোতি দেশপান্ডে জানান, ধুরন্ধর নিয়ে তাদের কাজ এখনো শেষ হয়নি। চলতি বছরের শেষ নাগাদ দর্শকদের জন্য বিশেষ কিছু পরিকল্পনা রয়েছে বলেও ইঙ্গিত দেন তিনি।

এর আগে পরিচালক আদিত্য ধর তৃতীয় কিস্তি নির্মাণে অনীহা প্রকাশ করেছিলেন। তবে প্রযোজকের সাম্প্রতিক বক্তব্যে সেই অবস্থানে পরিবর্তনের আভাস পাচ্ছেন ভক্তরা।

অন্যদিকে, সিনেমাটির দ্বিতীয় পর্বের শেষে ‘ধুরন্ধর দ্য ফাইনাল চ্যাপ্টার ১৪ জুন, ২০২৬’ লেখা ভেসে ওঠায় দর্শকদের মধ্যে বাড়তি কৌতূহল তৈরি হয়। অনেকেই ধারণা করছেন, ওই সময়েই নতুন কিস্তি নিয়ে বড় ঘোষণা আসতে পারে।

তবে বিষয়টি নিয়ে ভিন্ন মত দিয়েছেন অভিনেতা রাকেশ বেদি। তিনি মনে করেন, তৃতীয় কিস্তি নাও আসতে পারে। তার ভাষ্য, দ্বিতীয় পর্বের শেষেই গল্পের একটি সমাপ্তির ইঙ্গিত রয়েছে।

এত কিছুর পরও ধুরন্ধর ফ্র্যাঞ্চাইজির ভবিষ্যৎ নিয়ে স্পষ্ট কিছু জানা যায়নি। তবে প্রযোজকের ইঙ্গিত আর ভক্তদের প্রত্যাশা মিলিয়ে বছরের শেষটা যে চমকপ্রদ হতে যাচ্ছে, তা বলাই যায়।

## ভোটে হেরে রাজনীতিকে ‘বিদায়’ বললেন রাজ চক্রবর্তী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

রাজনীতির রুক্ষ জমিতে সেলুলয়েডের ম্যাজিক চলে না, পরাজয়ের তিক্ততা আর নজিরবিহীন অপমানে বিদ্ধ হয়ে অবশেষে সেই কঠিন সত্যই মেনে নিলেন টলিউডের তারকা নির্মাতা রাজ চক্রবর্তী।

২০২৬-এর বিধানসভা নির্বাচনে ব্যারাকপুর কেন্দ্রে ভরাডুবির পর সক্রিয় রাজনীতি থেকে পাকাপাকিভাবে সন্ন্যাস নেওয়ার ঘোষণা করলেন তিনি। ভোটের ফল প্রকাশের পর টানা চার দিন নিভৃতে থাকার পর, বৃহস্পতিবার সমাজমাধ্যমে নিজের সিদ্ধান্তের কথা জানিয়ে রাজ স্পষ্ট করে দিয়েছেন যে, রাজনৈতিক ক্যারিয়ারে তিনি ইতি টানছেন। ব্যারাকপুরের জনতা তাকে ফিরিয়ে দিলেও, যে অভিজ্ঞতার সম্মুখীন তাকে হতে হয়েছে, তা সম্ভবত তার জীবনের অন্যতম যন্ত্রণাদায়ক অধ্যায় হয়েই থাকবে।

গত ৪ মে ফল ঘোষণার দিন গণনাকেন্দ্র থেকে বেরোনোর সময় রাজের দিকে উড়ে এসেছিল জুতো আর কাদা, উঠেছিল কুরুচিকর স্লোগান। একদিন যাদের ভালোবাসায় তিনি সিক্ত হয়েছিলেন, তাদেরই একাংশের এমন রুদ্রমূর্তি পরিচালককে মানসিকভাবে বিপর্যস্ত করে তুলেছে।

নিজের পোস্টে সেই ক্ষোভ ও অভিমানে সিক্ত হয়ে রাজ লিখেছেন, ব্যারাকপুরের মানুষের জনাদেশ মাথা পেতে নিলেও রাজনীতির ময়দান আর তার জন্য নয়। তিক্ত অভিজ্ঞতাকে সঙ্গী করেই তিনি ফিরে যেতে চান তার পরিচিত স্টুডিওর আলো-ছায়ার জগতে। রাজনীতির ‘প্যাক-আপ’ ঘোষণা করে রাজ জানিয়েছেন, এখন থেকে সিনেমা তৈরিই হবে তার একমাত্র ধ্যানজ্ঞান, কারণ সৃজনশীলতার আঙিনাতেই তিনি খুঁজে পান প্রকৃত সম্মান ও শান্তি।

## সকালে মৃত্যুর খবর, বিকেলে শক্তি কাপুর নিজেই দিলেন ভিডিও

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

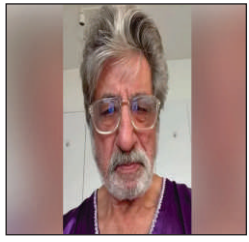

বলিউডের বর্ষীয়ান অভিনেতা শক্তি কাপুরকে ঘিরে শুক্রবার সকালেই ছড়িয়ে পড়ে মৃত্যু গুজব। সামাজিক মাধ্যমে একের পর এক পোস্টে তার মৃত্যুর খবর দাবি করা হলে ভক্তদের মধ্যে তৈরি হয় তীব্র উদ্বেগ। তবে অল্প সময়ের মধ্যেই নিজেই সামনে এসে সব গুজব ভেঙে দেন এই অভিনেতা।

৮ মে সকাল থেকে ছড়িয়ে পড়া ওই খবরে বিভ্রান্তি তৈরি হলে শক্তি কাপুর সামাজিক মাধ্যমে একটি ভিডিও বার্তা দেন। সেখানে তিনি স্পষ্ট করে জানান, তিনি সম্পূর্ণ সুস্থ আছেন এবং তার মৃত্যুর খবরটি পুরোপুরি মিথ্যা।

ভিডিও বার্তায় শক্তি কাপুর বলেন, সবাইকে স্বাগত। আমার মৃত্যুর খবর সম্পূর্ণ ভুয়া। আমি সুস্থ আছি, ভালো আছি। দয়া করে এসব খবর উপেক্ষা করুন।

ঘটনাটিকে হালকাভাবে নেননি ৭৩ বছর বয়সী এই অভিনেতা। বরং ভুয়া তথ্য ছড়ানোর বিরুদ্ধে কঠোর অবস্থান নিয়েছেন তিনি। জানিয়েছেন, এ ধরনের অপপ্রচারের জন্য তিনি আইনি ব্যবস্থা নেবেন।

তিনি আরও বলেন, আমি সাইবার ক্রাইমে অভিযোগ দায়ের করতে যাচ্ছি। যা ঘটেছে তা মোটেই গ্রহণযোগ্য নয়।

বলিউডে তারকাদের নিয়ে এমন মৃত্যু গুজব নতুন নয়। এর আগেও কলকাতার প্রবীণ অভিনেত্রী সাবিত্রী চ্যাটার্জি, পরিচালক হরনাথ চক্রবর্তীসহ অনেকেই একই ধরনের বিভ্রান্তিকর তথ্যের শিকার হয়েছেন।

শক্তি কাপুরের সুস্থতার খবর প্রকাশ্যে আসার পর স্বস্তি ফিরেছে ভক্তদের মধ্যে। সামাজিক মাধ্যমে অনেকেই এই ভুয়া খবর ছড়ানোর তীব্র নিন্দা জানিয়েছেন।

# লখনৌয়ের মাঠে 'বিষাক্ত' বৈভব, শেষ চারের আরও কাছে রাজস্থান!

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

১৫ বছর বয়সে আমি-আপনি কী করতাম? পড়াশোনা, মাধ্যমিকের প্রস্তুতি, নিদেনপক্ষে বন্ধুদের সঙ্গে বিকেলবেলা মাঠে গিয়ে বল পেটানো? ১৫ বছর বয়সী বৈভব সূর্যবংশীও বল পেটান। সাধারণ বোলারদের নয়, আইপিএলে খেলতে নেমে। ক্রমাগত, প্রতি ম্যাচে তাঁর ব্যাটে রান থাকবেই। শুধু রান নয়, থাকবে কিছু মাঠ পার করে দেওয়া বিশাল বিশাল ছক্কা। আজ ৭ রানের জন্য নাহয় সেঞ্চুরি পেলেন না বৈভব, কিন্তু এই ছেলে যে নিঃসন্দেহে ভবিষ্যৎ প্রজন্মের আইকন হয়ে উঠতে চলেছে, তা বলাই যায়।

রাজস্থানের ঘরের মাঠ সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে টসে জিতে প্রথমে ফিল্ডিং করার সিদ্ধান্ত নেয় রাজস্থান। আজ খেলেননি অধিনায়ক রিয়ান পরাগ। দলকে নেতৃত্ব দিলেন যশস্বী জয়সোয়াল। লখনৌয়ের হয়ে প্রথম থেকেই ঝড় তোলেন মিচেল মার্শ। ৫৭ বলে ৯৬ রানের ইনিংস খেললেন মার্শ, মারলেন ১১টি বাউন্ডারি ও ৫টি ওভার বাউন্ডারি। ২৯ বলে ৬০ রানের ইনিংস খেললেন জোস ইংলিসও। তাঁরা আউট হওয়ার পর যেন রানের গতি কমে যায় লখনৌয়ের। নিকোলাস পুরান করলেন ১১ বলে ১৬ রান। অধিনায়ক ঋষভ পন্থি ৩৫ রানের বেশি করতে পারেননি। আয়ুষ বাদোনিকে গোল্ডেন ডাক করেন জোফ্রা আর্চার। ২০ ওভার শেষে ৫ উইকেট হারিয়ে ২২০ রান তোলে লখনৌ।

জবাবে ব্যাটে নেমে নিজের স্বভাবসিদ্ধ ভঙ্গিতেই খেলা শুরু করেন বৈভব সূর্যবংশী ও যশস্বী জয়সোয়াল। একসময় ধীরগতিতে শুরু করলেও যশস্বীর (৪৩) উইকেটের পর ঝড় তোলেন বৈভব। ৩৮ বলে ৯৩ রানের ইনিংস খেললেন এই ১৫ বছরের বালক। দিনদিন বৈভবকে দেখে শ্রদ্ধা হচ্ছে। নির্বাচকরা চাইলে নিঃসন্দেহে সচিনের রেকর্ড ভেঙে দেবেন এই বিস্ময় বালক। আজ মারলেন ১০টি ছক্কা। একই সঙ্গে আইপিএলে কোনও সিজনে রাজস্থানের হয়ে সর্বোচ্চ ছক্কার রেকর্ড গড়লেন বৈভব। অতীতে এই রেকর্ড ছিল জোস বাটলারের। চার বছর পর তাঁর রেকর্ড ভাঙলেন বৈভব।

বৈভবের আউট হওয়ার পর একটু হলেও ম্যাচে ফিরেছিল লখনৌ কিন্তু তাঁদের সব আশায় জল ঢেলে দিলেন ধ্রুব জুরেল (৫৩ নট আউট)। আজকেই জাতীয় দলে সুযোগ পেয়েছেন ধ্রুব। সেই আনন্দেই কি ম্যাচ শেষ করে এলেন তিনি? ৫ বল বাকি থাকতেই ৩ উইকেট হারিয়ে ২২৫ রান তুলে ফেলে রাজস্থান রয়্যালস।

এই জয়ের ফলে সোয়াই মান সিং স্টেডিয়ামে প্রথম জয় পেল রাজস্থান। একই সঙ্গে আজ জিতে ১৪ পয়েন্ট নিয়ে পয়েন্টস টেবিলের চতুর্থ স্থানে উঠে এল রাজস্থান। পঞ্চম স্থানে নেমে গেল পাঞ্জাব কিংস। রাজস্থানের এখনো বাকি একটি ম্যাচ। সেই ম্যাচ জিতলে চতুর্থ স্থানে উঠে আসবেন যশস্বীরা। তবে বৈভব যে ফর্মে আছেন, তাঁকে যে কোনওদিন জাতীয় সিনিয়র দলের জার্সিতে দেখলে অবাক হওয়ার কিছুই থাকবে না।

## ভুলতে বসা সেই অভিজ্ঞতার সামনে আবারও কোহলি

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

অফ স্টাম্পের বাইরে পিচ করে ভেতরে ঢোকা ডেলিভারি ডিফেন্স করার চেষ্টায় পারলেন না বিরাট কোহলি। ১৪০.৪ কিলোমিটার গতির বলটি তার ব্যাট ফাঁকি দিয়ে উড়িয়ে দিল অফ স্টাম্প। বাতাসে মুষ্টিবদ্ধ হাত ছুড়লেন বোলার প্রিন্স যাদব। স্বপ্নের মতো এক ডেলিভারিতে ব্যাটিং গ্রেটকে শূন্য রানে ফেরানোর আনন্দ বলে কথা!

লখনৌ সুপার জায়ান্টসের বিপক্ষে রান তাড়ায় গত বৃহস্পতিবার দুই বল খেলে শূন্য রানে আউট হন রয়্যাল চ্যালেঞ্জার্স বেঙ্গালুরু তারকা। তিন বছর ও ৪৬ ইনিংস পর আইপিএলে শূন্য রানে আউট হলেন কোহলি। সবশেষ ২০২৩ সালের এপ্রিলে এই অভিজ্ঞতা হয়েছিল তার। সেবার রাজস্থান রয়্যালসের বিপক্ষে ম্যাচের প্রথম বলে তিনি এলবিডব্লিউ হন ট্রেন্ট বোল্টের বলে।

আর রান তাড়ায় কোহলি শূন্য রানে ফিরলেন ২০১৭ আসরের পর এই প্রথম। সেবার কলকাতা নাইট রাইডার্সের বিপক্ষে ইডেন গার্ডেন্সে প্রথম বলে আউট হন তিনি। বেঙ্গালুরু গুটিয়ে যায় ৪৯ রানে, আইপিএলের ইতিহাসে যা সর্বনিম্ন স্কোর।

আইপিএলের সফলতম ব্যাটসম্যান কোহলি লখনৌর বিপক্ষে ম্যাচের আগে এবারের আসরে খারাপ করছিলেন না। আগের ৯ ম্যাচে তার ব্যাট থেকে আসে ৩৭৯ রান। ফিফটি করেন তিনটি। সর্বোচ্চ ইনিংস ৮১।

## বিশ্বকাপের থিম সং 'দাই দাই' হয়ে আসছেন শাকিরা

**স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন**

বিশ্বকাপ ফুটবল শুরু হতে দেড় মাসের বেশি সময় বাকি রয়েছে। এরই মধ্যে টিকিট, ভেন্যুসহ বিভিন্ন বিষয় নিয়ে আলোচনায় সরব ফুটবল বিশ্ব।

এবার অপেক্ষার অবসান শেষে ফুটবল ভক্তদের জন্য নতুন চমক নিয়ে হাজির হয়েছেন কলম্বিয়ান পপ কুইন শাকিরা। ২০১০ সালের স্মৃতি ফিরিয়ে আনতে আবারও এই শিল্পীকেই, থিম সং এর জন্য বেছে নেওয়া হয়েছে।

৮মে ফিফা এবং শিল্পীরা ঘোষণা করেছেন, বিশ্বখ্যাত পপ সুপারস্টার শাকিরা এবং আফ্রোবিটস আইকন বার্না বয় ২০২৬ ফিফা বিশ্বকাপের আনুষ্ঠানিক গান 'দাই দাই' রেকর্ড করেছেন। গানটি ১৪ই মে মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে, যা যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা এবং মেক্সিকো জুড়ে টুর্নামেন্ট শুরু হওয়ার ঠিক এক বছরের কিছু বেশি সময় আগে রেকর্ড করা হয়েছে।

এই যৌথ উদ্যোগে ফুটবলের সবচেয়ে বড় মঞ্চে বিশ্বের সবচেয়ে প্রভাবশালী দুই ক্রসওভার শিল্পী একত্রিত হয়েছেন। শাকিরা এর আগে দক্ষিণ আফ্রিকায় অনুষ্ঠিত ২০১০ সালের টুর্নামেন্টের জন্য 'ওয়াকা ওয়াকা (দিস টাইম ফর আফ্রিকা)' গানটির মাধ্যমে বিশ্বকাপের অন্যতম সফল একটি সঙ্গীত উপহার দিয়েছিলেন।

আফ্রোবিটস, ড্যান্সহল এবং রেগে সঙ্গীতের মিশ্রণের জন্য পরিচিত গ্র্যামি-বিজয়ী নাইজেরিয়ান তারকা বার্না বয় এই প্রকল্পে সমসাময়িক আফ্রিকান প্রাণশক্তি নিয়ে এসেছেন। ২০২৬ সংস্করণের বহুসাংস্কৃতিক চেতনাকে তুলে ধরতে উভয় শিল্পীই প্রাণবন্ত ও উচ্ছল পরিবেশনার প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR